দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ১৭.১২.২০১৩
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

নানা সংকটে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ

প্রতিবছর কমছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

কুমিল্লা থেকে সাদিক মামুন

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার ত্রিশ বছর পর্যন্ত নারী শিক্ষা প্রসারে অভাবনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখলেও গত একুশ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানে বিরাজ করছে ছাত্রী সংকটসহ নানা সমস্যা। উইমেন কলেজ নামে পরিচিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা মহানগরের মনোহরপুরে পাঁচ একর জমির ওপর ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে কলেজে ৯ বিষয়ে অনার্স কোর্সসহ বিএ, বিএসএস, বিএসসি ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখা চালু রয়েছে। প্রায় তিন হাজার ছাত্রী কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে লেখাপড়া করছে। বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিকে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ, পরিবহন সুবিধা না থাকায় গত একুশ বছর ধরে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ ছাত্রী সংকটের আবর্তে থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। ১৯৯১ সালে কুমিল্লার আরেক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিক্টোরিয়া কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শাখায় ছাত্রের পাশাপাশি ছাত্রী ভর্তির নতুন কার্যক্রম শুরু হলে ভিক্টোরিয়া থেকে মাত্র ৫শ' গজ দূরত্বের সরকারি মহিলা কলেজে ছাত্রী সংকট দেখা দেয়। জানা যায়, প্রতিবছর কমে যাচ্ছে এ কলেজের ছাত্রীসংখ্যা। এবছর অনার্সে বাংলা, সমাজকর্ম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও গণিত বিষয়ে ৭২৫টি আসনের বিপরীতে জানুয়ারি পর্যন্ত ৪০৮ জন ভর্তি হয়েছে। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে পুনরায় অনার্সে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মেজর মো. ইয়াকুব আলী বলেন, 'আমরা আশাবাদী অনার্সের সবকটি বিষয়ে নির্ধারিত আসন পরিপূর্ণ হবে। কলেজের পরিবহন ব্যবস্থা চালু করতে পারলে দূর-দূরান্তের অনেক ছাত্রীর পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হতো এ কলেজে।' এদিকে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে অনার্সের কিছু বিভাগে শিক্ষক শূন্যতা রয়েছে। তারমধ্যে বাংলা বিভাগে সহকারি অধ্যাপক দুইজন, প্রভাষক দুইজন, সমাজকল্যাণ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক একজন, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক দুইজন, পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণীবিদ্যা বিভাগে প্রদর্শকের পদ খালি রয়েছে। অন্যদিকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পদের মধ্যে লাইব্রেরিয়ান, ক্যাটালগার ও হিসাব সহকারীর দুইটি পদ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর আটটি পদ দীর্ঘদিন পূরণ না হওয়ায় দাপ্তরিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবহন সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রীরা জানায়, এ কলেজে কোনো পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় দূর-দূরান্তের অনেক শিক্ষার্থী ইচ্ছা থাকলেও নিয়মিত কলেজে আসতে পারে না। হোস্টেলের ছাত্রীরা জানান, কলেজে হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) ও নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী নামে দুটি হোস্টেল (ছাত্রীনিবাস) রয়েছে। হোস্টেল দুটিতে প্রায় তিনশ' ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থার বিপরীতে সমস্যা নিয়ে থাকতে হচ্ছে সাড়ে ৬শ' ছাত্রীকে। এসব সমস্যার কথা স্বীকার করে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ইন্দুভূষণ ভৌমিক বলেন, 'ব্যবসায় শিক্ষা একটি যুগোপযোগী শিক্ষা। অথচ আমাদের কলেজে এ বিভাগটি নেই। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালুর জন্য অনেক আগ থেকেই প্রচেষ্টা চলছে। এ বিভাগটি চালু হলে প্রয়োজনের তাগিদে মেয়েরা এখানে ভর্তি হবে। আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ও পরিবহন সুবিধা চালু করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে জানিয়েছি। কলেজের পরিত্যক্ত ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখানে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট দফতরে চিঠি দিয়েছি। আর এটি হলে কলেজ অডিটোরিয়াম, একাডেমিক ভবন ও শ্রেণীকক্ষের চাহিদাও পূরণ হবে। ছাত্রী সংকট নিরসনের জন্য নগরীর আরও যে দুইটি সরকারি কলেজ রয়েছে, তাতে যদি তাদের মূল আসন ঠিক রেখে উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত ছাত্রীদের ক্ষেত্রে আসন সীমিতকরণ করা হয় তাহলে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে ছাত্রী সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে'।